ইরানের খাইবার শেকান ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ



ছবি: সংগৃহীত

ইরানের তৈরি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র খাইবার শেকান নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলোতে ইরানের পাল্টা হামলায় এই ক্ষেপণাস্ত্রের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এর সক্ষমতার বিভিন্ন দিক।

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতের প্রেক্ষাপটে তেহরান বিভিন্ন সময়ে মার্কিন ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এসব অভিযানে ইরানের বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে খাইবার শেকানকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, খাইবার শেকানের অন্যতম সুবিধা হলো এটি সলিড ফুয়েলচালিত। ফলে ক্ষেপণাস্ত্রটি আগে থেকেই প্রস্তুত রাখা সম্ভব এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মোবাইল লঞ্চার থেকে দ্রুত উৎক্ষেপণ করা যায়। এর গতিপথ পরিবর্তনের সক্ষমতাও রয়েছে বলে দাবি করা হয়, যা প্রতিপক্ষের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শনাক্ত ও প্রতিহত করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর তুলনামূলক কম উৎপাদন ব্যয়। ইরান ক্ষেপণাস্ত্রটি তৈরিতে প্রকৃত খরচ প্রকাশ করেনি। তবে বিশ্লেষকদের ধারণা, এটি প্রতিহত করতে ব্যবহৃত মার্কিন ও ইসরায়েলি ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্রের তুলনায় খাইবার শেকানের খরচ অনেক কম। ফলে একই ধরনের হামলা প্রতিহত করতে প্রতিপক্ষকে তুলনামূলক বেশি অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা বৃদ্ধির পেছনে দেশটির বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের গবেষণা ও বিভিন্ন সংঘাত থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের ভূমিকা রয়েছে। এসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ইরান প্রতিপক্ষের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোকাবিলার কৌশল উন্নত করেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

২০২২ সালে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) অস্ত্রভাণ্ডারে খাইবার শেকান যুক্ত হয়। ক্ষেপণাস্ত্রটির নামকরণ করা হয়েছে ঐতিহাসিক খাইবার যুদ্ধের স্মরণে।

ইরানের দাবি অনুযায়ী, ক্ষেপণাস্ত্রটির পাল্লা ও নির্ভুলতা এটিকে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অস্ত্রে পরিণত করেছে। তবে এর প্রকৃত সক্ষমতা ও ব্যবহারের কার্যকারিতা নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের দাবি ও বিশ্লেষণে পার্থক্য রয়েছে।